বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

(কমিটি শাখা-৮, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়)

বিষয় ঃ ১০ম জাতীয় সংসদের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি'র ৩৪বৈঠকের কার্যবিবরণী।

সভাপতি ঃ জনাব মোঃ জাহিদ আহ্সান রাসেল এম.পি (১৯৫ গাজীপুর-২)
তারিখ ঃ ২৪ জানুয়ারি, ২০১৮ (১১ মাঘ, ১৪২৪)।
বার ও সময় ঃ বুধবার, বিকাল ২-৩০ ঘটিকা।
স্থান ঃ ১নং স্থায়ী কমিটি কক্ষ, ২য় লেভেল, পশ্চিম ব্লক, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবন, ঢাকা।

২। বৈঠকে কমিটির নিম্নেবর্ণিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ঃ

ক্রঃ নং	মাননীয় সদস্যগণের নাম	নির্বাচনী এলাকা	কমিটিতে পদবী
(১)	ড. শ্রী বীরেন শিকদার, এম.পি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী	৯২ মাগুরা-২	সদস্য
(২)	জনাব আরিফ খান জয়, এম. পি. মাননীয় উপমন্ত্রী	১৫৮ নেত্রকোনা-২	সদস্য
(৩)	জনাব নাহিম রাজ্জাক, এম.পি,	২২৩ শরীয়তপুর-৩	সদস্য
(৪)	জনাব এ.এম নাঈমুর রহমান, এম.পি,	১৬৮ মানিকগঞ্জ-১	সদস্য
(৫)	জনাব মোঃ মাহবুব আলী, এম.পি,	২৪২ হবিগঞ্জ-৪	সদস্য
(৬)	জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম তালুকদার, এম.পি	৩৮ বগুড়া-৩	সদস্য
(৭)	বেগম আমাতুল কিবরিয়া কেয়া চৌঃ, এম.পি	৩২৮ মহিলা আসন-২৮	সদস্য

৩। বৈঠকে বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুস সাদেক উপস্থিত ছিলেন।

৪। কমিটিকে সহায়তা প্রদানের জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম-সহ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

৫। কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালনের জন্য জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের উপসচিব ও কমিটি সচিব জনাব মোঃ ফজলুল হক, কমিটি অফিসার জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল এবং সহকারী পরিচালক (গণসংযোগ) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান-সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

৬। সূচনা ঃ

৬.১। সভাপতি উপস্থিত সকলকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান এবং সকলের জীবনে বিগত সময়ের চেয়ে আরও সুন্দর ও সফলতা আসবে কামনা করে বৈঠক শুরু করেন। তিনি বলেন, স্থায়ী কমিটি কর্তৃক গৃহীত বেশীর ভাগ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়েছে এবং বাকী সিদ্ধান্তগুলোর বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে। তিনি স্থায়ী কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বিকেএসপির কৃতি ক্যাডেট প্যারা কমান্ডো লে: কর্ণেল শহীদ আবুল কালাম আজাদ এর নামে বিকেএসপির ইনডোর ক্রিকেট সেন্টারের নামকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, সচিব ও মহাপরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

৭। বিগত ৩৩তম বৈঠকের কার্যবিবরণী অনুমোদনঃ

৭.১। সভাপতি বিগত ৩৩তম বৈঠকের কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের জন্য কমিটিতে উপস্থাপন করলে কার্যবিবরণীর ৮.২ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় লাইনে "বিকেএসপি'র ইন্ডোর ক্রিকেট গ্রাউন্ডের" স্হলে "বিকেএসপি'র ক্রিকেট গ্রাউন্ড" ও ৮.৫ অনুচ্ছেদের প্রথম লাইনে ''ন্যাশনাল কাউন্সিল'' এর স্থলে ''ন্যাশনাল স্পোর্টস কাউন্সিল'' এবং ৯.২ অনুচ্ছেদের প্রথম লাইনে ''এনার্জি ও ক্লাইমেট ক্রাইসিস'' এর স্থলে '' গ্রীন এনার্জি ও ক্লাইমেট ডিক্রিডেশন'' তৃতীয় লাইনে ''ক্লাইমেট ফান্ড সংগ্রহ'' এর স্থলে'' গ্রীন এনার্জি উৎপাদন'' শব্দগুলো সন্নিবেশিত করে সংশোধিত আকারে কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয়।

৮। আলোচ্যসূচি (খ) ঃ বিগত ৩৩তম বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা।

৮.১। সভাপতির আহ্বানক্রমে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব কার্যপত্রের আলোকে বিগত ৩৩তম বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি কমিটিকে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন।

৮.২। সভাপতির আহবানে হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বলেন, হকি স্টেডিয়াম উন্নয়নে ফ্লাড লাইট স্থাপন, লাইটিং, ইলেকট্রনিক্স স্কোর বোর্ড নির্মাণ, লিফট স্থাপন করে হকি স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিকমান সম্পন্ন করায় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, বিগত টুর্নামেন্ট সফলভাবে সম্পন্ন করায় আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন এশিয়ান চেলেঞ্জ কাপে হোস্ট হিসেবে এদেশকে নির্বাচন করার প্রস্তাব দেয় মর্মে বৈঠকে জানান। তিনি বলেন, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা পেলে বাংলাদেশ হকিতে আরও উন্নতি করা সম্ভব। তিনি হকি খেলার উন্নয়নের জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে টার্ফ তৈরি করাসহ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ হতে বাৎসরিক বরাদ্দ বৃদ্ধি করার জন্য অনুরোধ করেন।

৮.৩। কমিটির সদস্য ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী হকি ফেডারেশন কর্তৃক এশিয়ান কাপ হকি টুর্নামেন্ট সফলভাবে শেষ করায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক হকি টুর্নামেন্ট আয়োজনের পূর্বে হকি স্টেডিয়াম সংস্কারের উল্লেখ করা হলেও আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন বাংলাদেশে টুর্নামেন্ট আয়োজনে অনিহা প্রকাশ করে। হকি ফেডারেশনের চাহিদা অনুযায়ী দ্রুত সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। যা সর্বমহলে প্রশংসা অর্জন করেছে। হকি ফেডারেশনের প্রচারসত্ব ভারতকে দেয়ায় দেশের কোন প্রচার মাধ্যম অংশ গ্রহণ করতে পারেনি। দেশের মানুষের জন্য খেলাটি উপভোগ করার সুযোগ রাখা হয়নি। যেহেতু খেলাটি হকির উন্নয়নের জন্য আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে দেশের মানুষ জানতে পারেনি। এমনকি, স্থায়ী কমিটির সদস্যদের কাউকে অবহিত করা হয়নি। মন্ত্রণালয়েরও কোন অংশিদারিত্ব ছিল না। বিদেশী প্রচার মাধ্যমে ভুল তথ্য দেয়ায় দেশের ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে। ফেডারেশনের পক্ষ থেকে প্রচার মাধ্যমে নেগেটিভ তথ্য দেয়া হয়েছে। সীমিত সম্পদের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় থেকে পূর্ণাঙ্গ সেবা দেবার পরও ফেডারেশন এর কার্যকলাপ সন্তোষজনক ছিলনা মর্মে তিনি বৈঠকে জানান।

৮.৪। কমিটির সদস্য জনাব এ.এম.নাঈমুর রহমান বলেন, এশিয়ান কাপ হকি টুর্নামেন্ট ২০১৭ সফল ভাবে সম্পন্ন হলেও প্রচারণার অভাবে তরুন প্রজন্ম দেখতে পারেনি এবং প্রচার মাধ্যম হিসেবে বিটিভিকেও সম্পৃক্ত রাখার প্রয়োজনও বোধ করেনি। তিনি বড় বড় কর্পোরেট হাউজ ও গ্রীন ডেল্টার মত প্রতিষ্ঠানগুলিকে শুধু স্পন্সর ছাড়াও হকির অবকাঠামো খাতে অবদান রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি হকি খেলার উন্নয়নের নিমিত্ত আরও টার্ফ নির্মাণসহ সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ও স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতির সহযোগিতা কামনা করেন।

৮.৫। কমিটির সদস্য জনাব নাহিম রাজ্জাক বলেন, এশিয়ান কাপ হকি টুর্নামেন্ট ২০১৭ সুন্দরভাবে সম্পন্ন হওয়ায় তা মাইলফলক হয়ে থাকবে। বিগত সময়ে এদেশে হকি ফেডারেশনে এত বড় অনুষ্ঠান হয়নি। যেখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে ছিলেন। তবে স্থায়ী কমিটির সদস্যগণ উপস্থিতি থাকলে আলোচনা ও পরামর্শের মাধ্যমে আরো সুন্দর হতো ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারত। কিন্তু কমিটির সদস্যদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। প্রচার মাধ্যমেও কিছু ঘাটতি ছিল। বিলবোর্ড, ফেস্টুন, ব্যানারে দিলে জনসম্মুখে বিষয়টি সাড়া জাগাতো। মানুষ উৎসাহিত হতো। ভবিষ্যতে তিনি এমন কোন অনুষ্ঠানে ব্যাপক প্রচার প্রচারণাসহ স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্যদের সম্পৃক্ত করার পরামর্শ দেন।

৮.৬। সভাপতি এশিয়ান কাপ হকি টুর্নামেন্ট ২০১৭ সফলভাবে আয়োজনের জন্য হকি ফেডারেশনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনেক বছর পর বাংলাদেশে এশিয়ান কাপ টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামটিকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও সচিবসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি আরও বলেন, আন্তর্জাতিক পরিসরে অনেক সুনাম অর্জন করলেও টুর্নামেন্টটি নতুন খেলোয়াড় সৃষ্টির ক্ষেত্রে যেভাবে দেশে একটি জাগরণ তৈরি করতে পারতো হকি ফেডারেশন সেখানে পুরোপুরি ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। আন্তর্জাতিক খেলা হলেও দেশের মানুষ না জানার কারনে কেউ খেলা উপভোগ করতে আসেনি। টুর্নামেন্ট প্রচারণার অভাব ছিল। তিনি ভবিষ্যতে এ ধরনের আয়োজনে ব্যাপক প্রচারণার ব্যবস্থাসহ সংশ্লিষ্টদের আরও সচেতন থাকার পরামর্শ প্রদান করেন। তাছাড়া টুর্নামেন্ট

আয়োজনে কর্পোরেট হাউজগুলিকে সম্পৃক্ত করতে হবে। তিনি বলেন, স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্য, জেলা প্রশাসকসহ সকলকে আমন্ত্রণ জানালে আরও সফলতা লাভ করতো। তিনি সারা দেশে হকি খেলার জন্য টার্ফ তৈরির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা প্রদান করেন।

৯। আলোচ্যসূচি (গ) **"Strengthening and Modernization of Sheikh Hasina National Youth Center"** শীর্ষক প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা:

৯.১। শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রের প্রকল্প পরিচালক বলেন, ১৯৮০ সাল থেকে দেশের যুবদের কল্যানের জন্য একটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরির পরিকল্পনা ছিল। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৮ সনে ঢাকার সাভারে ৮ একর জমি নিয়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় ২৭১০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে শেখ হাসিনা যুব কেন্দ্রের যাত্রা শুরু হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে তিনি বলেন, শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রের চলমান কার্যক্রমকে অব্যাহত, শক্তিশালী এবং আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে ২০১৫ সালের মার্চ মাসে "Strengthening and Modernization of Sheikh Hasina National Youth Center" শীর্ষক একটি প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা হয়। প্রকল্প পরিচালক, যুব কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ভৌত অবকাঠামো, গৃহীত প্রকল্পের সার্বিক চিত্র আলোকচিত্রের মাধ্যমে বৈঠকে বিস্তারিত তুলে ধরেন।

৯.২। কমিটির সদস্য মাননীয় মন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র থেকে ইহা একটি ইনস্টিটিউটে পরিণত হতে যাচ্ছে। তাই স্থায়ী কমিটির সভাপতিসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দকে যুব কেন্দ্রটি পরিদর্শন করার জন্য আহবান জানান এবং পরিদর্শন শেষে স্থায়ী কমিটির কোন সাজেশন থাকলে তা অনুসরণ করা হবে মর্মে বৈঠকে অবহিত করেন।

৯.৩। কমিটির সদস্য বেগম আমাতুল কিবরিয়া কেয়া চৌ: বলেন, শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রটি দেশের যুব সমাজের জন্য আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করছে। যুবকরা সঠিক পথ খুজেঁ পাবে এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মূলভিত্তি হিসেবে তা ব্যবহার করবে। যুব ও যুব মহিলারা প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশের বাহিরে যেতে পারবে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির প্রচারণার অভাব আছে। তৃণমূল পর্যায়ে বা মফস্বল এলাকা ও জেলা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানের ব্যাপকতা সম্বন্ধে পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে যুবরা প্রশিক্ষনে সম্পৃক্ত হতে পারছে না। তিনি যুব সমাজের মাঝে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্যাপক প্রচারের কার্যক্রম গ্রহণের উদ্যোগ নেয়ার পরামর্শ দেন। তাছাড়া, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১৯ হাজার যুবদের মধ্যে কতজনের কর্মসংস্থান হয়েছে আর কতজনের কর্মসংস্থান হয়নি পরবর্তী বৈঠকে অবহিত করার অনুরোধ জানান। যারা ঋণ গ্রহণ করেছে তা কর্মসংস্থানে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা তা তদারকী করা প্রয়োজন।

৯.৪। কমিটির সদস্য জনাব মো: মাহবুব আলী বলেন, হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুরের চুনারুঘাটের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা দীর্ঘ ৬ (ছয়) বছর যাবত তার কর্মস্থলে নেই। এতে দাপ্তরিক কাজে বিঘ্ন ঘটছে। তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে মাধবপুরের চুনারুঘাটে একজন যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা বদলী করার পদক্ষেপ নেয়ার পরামর্শ প্রদান করেন।

৯.৫। সভাপতির আহবানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নব যোগদানকৃত মহাপরিচালক বলেন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জনবল সংকটসহ বিরাজমান সমস্যা সম্পর্কে তার বক্তব্যে প্রকাশ করেন। তিনি অধিদপ্তরকে আরও কার্যকর করার নিমিত্ত এবং সারা দেশের বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য মন্ত্রণালয় এবং স্থায়ী কমিটির হস্তক্ষেপ কামনা করেন। তিনি বলেন, চলতি বছর ২ লক্ষ ৮২ হাজার যুবককে প্রশিক্ষণের কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ১ লক্ষ যুবককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং অবশিষ্ট যুবদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। তিনি বলেন, এ অধিদপ্তরের বাজেট ৩ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা। তার মধ্যে প্রশিক্ষণ খাতে ১২ লক্ষ টাকা দেয়া হয়। এ অর্থ দিয়ে সারাদেশে তার কার্যক্রম চালিয়ে নেয়া কষ্টসাধ্য বিধায় এখাতে বাজেট বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করেন।

৯.৬। কমিটির সদস্য বেগম আমাতুল কিবরিয়া কেয়া চৌ: বলেন, হবিগঞ্জ জেলার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি অধিদপ্তরে বিরাজমান সমস্যা বৈঠকে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের স্থানীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অনেক সময় শৃঙ্খলা পরিপন্থী কাজে জড়িয়ে পড়ছে। তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত থাকেন এবং রাজনৈতিক ব্যক্তির মত কথা বলে ও দাপ্তরিক কাজে সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকেন। তিনি অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ যেন স্থানীয় রাজনীতির সাথে জড়িয়ে না পড়ে সেদিকে নজর দিতে হবে। যেসব বেকার যুবকরা প্রশিক্ষণ নিতে আসে

তাদের উপর প্রভাব ফেলে এবং একসময় এরাও রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া, কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের শহরকেন্দ্রিক থাকার মানসিক আছে। প্রয়োজনে এদের রদবদল করতে হবে মর্মে বৈঠকে উল্লেখ করেন।

৯.৭। সভাপতি মাননীয় সদস্য বেগম আমাতুল কিবরিয়া কেয়া চৌঃ এর বক্তব্যের সাথে একমত পোষন করে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে বিরাজমান বিষয়গুলির দিকে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য মহাপরিচালকের কঠোর নজরদারি বাড়ানোর পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, শেখ হাসিনা জাতীয় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে যেসব প্রকল্প গ্রহণ করা হয় তার বাস্তবায়ন কাজ গুরুত্বের সাথে সম্পন করার নির্দেশ দেন। তাছাড়া, স্থায়ী কমিটি কর্তৃক অতি অল্প সময়ের মধ্যে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি পরিদর্শন করে তার সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে জানার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং দপ্তরসমূহে কর্মরত কর্মকর্তাগণকে রাজনীতিমুক্ত থাকার বিষয়ে সরকারি কর্মচারী শৃংখলা আপীল বিধিমালা অনুযায়ী সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

৯.৮। সভাপতি ১০ম জাতীয় সংসদের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৩য় রিপোর্ট মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

১০। <u>আলোচ্যসূচি (ঙ) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক ট্যালেন্ট হ্যান্টিং কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা:</u>

১০.১। সভাপতির আহবানে মন্ত্রণালয়ের সচিব জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক ট্যালেন্ট হ্যান্টিং সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন, সারা দেশব্যাপী তৃণমূল পর্যায় থেকে প্রচার ও প্রসারের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি জেলায় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অনাবাসিক ট্যালেন্ট হ্যান্টিং প্রোগ্রামে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সরকার কর্তৃক আর্থিক সহায়তার আওতায় ৩১টি খেলার ইভেন্টের আওতায় সারাদেশব্যাপী তৃণমূল পর্যায় থেকে বাছাইকৃত প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের ট্যালেন্ট হ্যান্টিং পরিচালনার জন্য ১৫ কোটি ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। এ অর্থ দ্বারা ট্যালেন্ট হ্যান্টিং প্রোগ্রাম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়।

১০.২। কমিটির সদস্য জনাব নাহিম রাজ্জাক বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন যুব গেমস আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি স্থায়ী কমিটি কর্তৃক গৃহীত সুপারিশ অনুযায়ী জেলা পর্যায়ে যুব গেমস অনুষ্ঠানের নিমিত্তে মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দকে উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য হিসেবে নির্বাচন করা হলেও তার নির্বাচনী এলাকার কোন কার্যক্রমে তাকে অবহিত করা হয়নি। যুব গেমস অনুষ্ঠানের নিমিত্ত মাননীয় সংসদ সদস্যদের সহযোগিতা পাবার জন্য সদস্যবৃন্দকে উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য নির্বাচন করা হচ্ছে কিনা বিষয়টি তদারকী করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এক সময় অনেক পিছিয়ে থাকলেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে তার কার্যক্রম অনেক উন্নতি সাধন করেছে। তাছাড়া, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক ট্যালেন্ট হ্যান্ট অনুসন্ধানে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে অবকাঠামো ছাড়াও স্পোর্টস কার্যক্রমে থোক বরাদ্দ না দিয়ে মূল ধারার রাজস্ব খাতে বরাদ্দ অন্তর্ভূক্ত করার অনুরোধ করেন।

১০.৩। সভাপতি বলেন, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক ট্যালেন্ট হ্যান্ট কার্যক্রম এর মাধ্যমে অনেক জনপ্রিয় খেলোয়াড় তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। তিনি এর কার্যক্রম অব্যাহত রাখার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। তাছাড়া, যেসব খেলা দেশের মানুষ পছন্দ করে এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনা আছে সেসব খেলা চালু করার পাশাপাশি খেলার ইভেন্ট যাচাই বাছাই করার উদ্যোগ নেয়ার পরামর্শ দেন।

১০.৪। মন্ত্রণালয়ের সচিব বলেন, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ক্রীড়া খাতে অর্থ বিভাগ থেকে যে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয় তা অনেকটা অপ্রতুল। কোন খেলা অনুষ্ঠানের জন্য প্রোগ্রাম তৈরি করে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হলে তারা ইচ্ছানুযায়ী অর্থ বরাদ্দ করে। তিনি মন্ত্রণালয়ের বাজেটের জন্য মূল ধারার রাজস্বখাতে বরাদ্দ অন্তর্ভূক্তির জন্য স্থায়ী কমিটির সহযোগিতা কামনা করেন।

১০.৫। কমিটির সদস্য জনাব নাহিম রাজ্জাক বলেন, মন্ত্রণালয় থেকে বিভিন্ন সংস্থার প্রকল্পগুলোতে যে অর্থায়ন করা হয় তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং জোরদার করার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য পরামর্শ দেন।

১০.৬। সভাপতি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

১০.৭। কমিটির সদস্য ও মাননীয় উপমন্ত্রী বলেন,যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জনবল সংকট নিরসনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে একটি প্রস্তাব পাঠালে তার অনুমোদন পাওয়া যায়। পরবতিতে কর্মচারীদের একটি মামলার কারনে তার কার্যক্রম থেমে যায়। তিনি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বাজেট মূল ধারার রাজস্বখাতে বরাদ্দ প্রবর্তনের মতামত ব্যক্ত করেন। যা প্রকল্প বাস্তবায়নে সহজ হবে। তিনি গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ মনিটরিং করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, অলিম্পিক এসোসিয়েশন একটি স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থা। তাদের জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে হবে। তিনি এনইসিকে সভা করে সংস্থাগুলোকে একটি ফ্রেমে নিয়ে আসার পরামর্শ দেন। তিনি আরও বলেন, ক্রীড়ার ক্ষেত্রে যেসব এচিভমেন্ট হিস্টরিক্যাল ও গ্লোবাল লেভেলের বিষয়গুলো নিয়ে মাননীয় পরিকল্পনার মন্ত্রীর আশ্বাস মোতাবেক দুইটি আরকাইভ করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দেন। মাননীয় সভাপতিও ক্রীড়াক্ষেত্রে সাফল্যের বিষয়গুলি নিয়ে দুইটি আরকাইভ স্থাপনের বিষয়ে একমত পোষন করেন।

১০.৮। মাননীয় সভাপতিও ক্রিয়াক্ষেত্রে সাফল্যের বিষয়গুলো নিয়ে দুইটি আরকাইভ স্থাপনের বিষয়ে একতম পোষন করেন।

১১। বিবিধঃ

১১.১। সভাপতি বলেন, মানিকগঞ্জ ও পূর্বাচল স্টেডিয়ামের সর্বশেষ অবস্থা পরবর্তী সভায় অবহিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাছাড়া, জাতীয় ক্রিকেট দল অত্যন্ত ভাল করছে এবং ধারাবাহিক সফলতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং অনুর্ধ্ব ১৫ মহিলা জাতীয় ফুটবল দল চ্যাপিয়ান হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পুরুস্কার লাভ করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

১২। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

(ক) ভবিষ্যতে হকি ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি ও সদস্যবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানানো;

(খ) শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে এ যাবৎ কতজনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে কে কোথায় আছে সে বিষয়ে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন আগামী বৈঠকে উপস্থাপন করা;

(গ) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং দপ্তরসমূহে কর্মরত কর্মকর্তাগণকে রাজনীতিমুক্ত থাকার বিষয়ে সরকারি কর্মচারী শৃংখলা আপীল বিধিমালা অনুযায়ী সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সরজমিনে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা;

(ঙ) অবকাঠামো ছাড়াও স্পোর্টস খাতে থোক বরাদ্দ ব্যতীত রাজস্বখাতে বাজেট বরাদ্দ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(চ) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক ট্যালেন্ট হ্যান্টিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ছ) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতায় গৃহীত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(জ) দশম জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটির তৃতীয় রিপোর্ট মূদ্রণের কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(ঝ) আগামী সভায় শেখ রাসেল উপজেলা মিনি স্টেডিয়ামের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা;

(ঞ) আগামী সভায় মানিকগঞ্জ ও পূর্বাচল স্টেডিয়াম নির্মাণের বিষয়ে সর্বশেষ অগ্রগতি জানানো; এবং

(ট) ক্রীড়ার ক্ষেত্রে যেসব সাফল্য রয়েছে সেসব বিষয়গুলো নিয়ে দুইটি আরকাইভ করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৩। অতঃপর সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জনিয়ে ৪-৪০ ঘটিকায় বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এম.পি)
সভাপতি
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা।